এই দিন সেই দিন (২)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান
ইংল্যান্ড

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হজরত উসমান (রাঃ) ছিলেন আবেগ প্রবন, সরল প্রকৃতির সুদর্শন যুবক। ধনে-মানে উসমান (রাঃ) সুখী হলে ও মনে প্রানে সুখ ছিলনা। পিতা আফ্‌ফানের মৃত্যুর পর তাঁর মাতা উর্দি (ওরয়া) যে লোকটিকে বিয়ে করেন, উসমান (রাঃ) তাকে সহ্য করতে পারতেন না। মনের দুঃখে একদিন ঘর ছেড়ে মক্‌কায় চলে আসেন। উসমান (রাঃ) মুহাম্মদের (দঃ) প্রথম কন্যা রোকেয়াকে ভালবাসতেন এবং মনে মনে তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে পোষন করতেন। কিন্তু যখন একদিন শুনতে পেলেন রোকেয়ার বিয়ে অন্যত্র হয়ে গেছে, উসমান (রাঃ) খুবই দুঃখ পেলেন। একদিন সেই দুঃখ মোচনের সুবর্ণ সুযোগটি সৃষ্টি করে দিলেন তাঁর নব্য ব্যবসায়ী বন্ধু আবু-বকর (রাঃ)। মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নতুন ধর্ম ইসলাম ঘোষনার পূর্ব পরিকল্পনার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (সম্পদ ও শক্তি সঞ্চয় Capital and Power) অনুযায়ী প্রথমেই চল্লিশ বছর বয়স্কা, দুইবার বিবাহিতা, বিপুল সম্পদের অধিকারিণী খাদেজাকে বিয়ে করেন এবং আপন কন্যা অল্প বয়সের রোকেয়া ও উম্মে কলসুমকে, দুই সহোদর ভাই, (নবীজীর চাচাতো ভাই) আতিবা ও উতবা ইবনে আবুলাহাবের সাথে বিয়ে দেন। উম্মে কলসুম বিবাহকালে অপ্রাপ্ত বয়স্কা (না-বালিগা) ছিলেন। আতিবা ও উতবা মুহাম্মদের (দঃ) নতুন ধর্ম আবিস্কারের সংবাদ শুনে নবীজীর প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণাই শুধু প্রকাশ করলোনা উপরন্তু তাঁর কন্যাদ্বয়কে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। মুহাম্মদ (দঃ) অন্তরে খুবই দুঃখ পেলেন কিন্তু কিছু করার শক্তি ছিলনা। রোকেয়াকে নিয়ে উসমানের (রাঃ) মনের গোপন বাসনা আবু-বকর (রাঃ) জানতেন। এই সুযোগে সংবাদটা মুহাম্মদের (দঃ) কানে পৌছালেন। মুহাম্মদ (দঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহনের শর্তে মেয়ে বিয়ে দিতে রাজী হলেন। উসমান (রাঃ) খুশী মনে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে রোকেয়ার সাথে প্রনয়সুত্রে আবদ্ধ হলেন। আরবের একটি ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত পরিবারে, সোনার চামচ মুখে নিয়ে যে উসমানের (রাঃ) জন্ম, সেই উসমান (রাঃ) এমন কান্ড করে বসবেন উমাইয়া বংশের কেউ কোনদিন কল্পনা ও করতে পারেনি। চাচা হাকামের, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উসমানের বিয়ে সম্পন্ন করার সকল সপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। নব বধুকে নিয়ে তায়েফের রাজপ্রসাদে উসমানের (রাঃ) আর যাওয়া হলোনা। কিছু দিন পরেই, তিরস্কার আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে মক্‌কা থেকে বিতাড়িত নব্য মুসলিম দলের সাথে পার্শ্ববর্তি খৃষ্টান রাষ্ট্র আবিসিনিয়ায় গমন করেন। দরিদ্র দেশ আবিসিনিয়ায়, উসমান (রাঃ) ব্যবসা-বানিজ্যের অনেক চেষ্টা করে ও তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। আবিসিনিয়ায় সুদীর্ঘ আট বৎসর সীমাহীন দুঃখ কষ্টের মধ্যে অবস্থানকালে, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে, একদিন রোকেয়ার কাছে খবর আসলো, এক কালের আরবের সুনাম ধন্যা মহিলা, অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারিনী, মা জননী বিবি খাদিজা অতিশয় অভাব অনটনের মধ্যে, রোগাক্রান্ত হয়ে, ঔষধ-পথ্য বিহীন ভাবে ইহলোক ত্যাগ

করেছেন। মাতৃশোকে রোকেয়ার শুধু মনই ভেঙ্গেনি, তাঁর দেহ ও ভেঙ্গে যায়। রোকেয়া রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

৬২২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) কুরায়েশ কর্তৃক তাঁর প্রান নাশের আশংকায় রাতের অন্ধকারে আবু-বকরকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে মদীনাভিমুখে পালিয়ে যান। ইসলামের ইতিহাসে যাকে 'হিজরত' বলা হয় এবং ঐ দিন থেকে হিজরী সন গণনা করা হয়। তখন মুহাম্মদের (দঃ) বয়স ছিল তিপ্পান্ন আর তাঁর প্রকাশিত ধর্মের চলছিল তের বৎসর। উসমান (রাঃ) হিজরী দুই সনে আবিসিনিয়া থেকে সস্ত্রীক মদীনার পথে যাত্রা করেন। পীড়িত, ক্ষীণ-স্বাস্থ্যের রোকেয়া তখন গর্ভবতী। পথিমধ্যে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় কিন্তু সে শৈশবেই মারা যায়। রোকেয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হতে থাকে। কিছুদিন পর রোকেয়া যখন মৃত্যু শয্যায় শায়ীতা, মুহাম্মদ (দঃ) তখন তাঁর তের বৎসরের তৈরী তিন শত তেরজন অনুসারী সৈনিক নিয়ে, ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম যুদ্ধ, মদীনা থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিন পশ্চিমে, বদর প্রান্তে সেনাপতির দায়ীত্বে। বদর প্রান্তর সত্তরটি তাজা প্রাণের রক্তে রঞ্জিত হলো। রক্তের মাঝে খোঁজে পেল কিশোর ইসলাম বেঁচে থাকার অপূর্ব স্বাধ । উসমান (রাঃ) সে যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন নি। সেনাপতি মুহাম্মদ (দঃ) সত্তর জন খুন ও ততসম মানুষকে বন্দী করে যুদ্ধে জয় লাভ করেন। বিজয়ীর বেশে গর্বিত সৈন্যদল নিয়ে মুহাম্মদ (দঃ) যখন গৃহে ফিরলেন, রোকেয়া তখন এই পৃথিবীতে আর নেই। রোকেয়ার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হলো, বিজয় উৎসব করা মুহাম্মদের (দঃ) আর হলোনা। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা (সম্পদ ও ক্ষমতা বিস্তার) বাস্তবায়নের পথে উৎসাহ ও আশা সঞ্চারিত হলো। মুহাম্মদ (দঃ) অতি সত্বর আরেকটি যুদ্ধের আয়োজনে মনযোগ দিলেন।

পত্নী বিয়োগে শোকাহত উসমান (রাঃ) কিছুদিন পরেই পুরোদমে ব্যবসা বানিজ্যে আত্ম-নিয়োগ করলেন। ব্যবসায় সু-পরিচিত উসমান (রাঃ) পূর্ব অভিজ্ঞতায় রাতা-রাতি প্রচুর উন্নতি করলেন। এতদিনে, কিশোর বয়সে তালাক প্রাপ্তা মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় কন্যা উম্মে-কলসুম পূর্ণ যুবতী। উসমান (রাঃ) কলসুমের প্রেমে পড়লেন। নবীজীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ধনে-মানে, রূপে-গুণে অতুলনীয় উসমানের (রাঃ) প্রস্তাব স্বাদরে গৃহীত হলো। মুহাম্মদের (দঃ) দুই কন্যার পাণি গ্রহনের কারনে লোকে উসমানকে (রাঃ) 'যি-ন্নুরাইন' অর্থাৎ যুগল নুরের অধিকারী বলে ডাকত।

প্রথম যুদ্ধের মাত্র একবৎসর পরেই, হিজরী তৃতীয় সনে, মদীনা থেকে ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে ওহুদ প্রান্তরে কোরায়েশদের সাথে মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। এবারে শিশু ইসলাম শুধু রক্তই পান করলোনা, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অমৃত স্বাধ ও গ্রহন করলো। লাগাতার তিনটি যুদ্ধে (বদর, ওহুদ, আহ্যাব) বিজয়ী মুসলমানগন প্রচুর সম্পদ লাভ করলেন, এবং শত্রু-পক্ষের অনেক শিশু-কিশোর নর-নারীকে বন্দী করতে সক্ষম হলেন। মুসলমানগণ বুঝতে পারলেন, যুদ্ধ একটি অকল্পনীয় লাভজনক ব্যবসা। উসমান (রাঃ) ওহুদ ও আহ্যাব যুদ্ধে সেনাপতি মুহাম্মদের (দঃ) পাশে ছিলেন। পরাজিত কোরায়েশগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। ইসলাম ত্রাসের সৃষ্টি করলো সারা আরব বিশ্বে। ষষ্ঠ হিজরীতে মুহাম্মদ (দঃ) বিরাট

সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনি-মুত্তালিক গোত্রের ইহুদীদেরকে আক্রমন করেন। এই যুদ্ধে ইহুদীগণ মারাত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের বহু নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে যায়। এবারে মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদের মন-মানসিকতা ও শক্তি পরীক্ষার লক্ষ্যে চৌদ্দ শত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মক্কা নগরী দখলের আয়োজন করলেন। মক্কা শহর থেকে ছয় মাইল দূরে হোদায়বিয়ার উপত্যকায় এসে তারা আর অগ্রসর হলেন না। এক সাথে চৌদ্দ শত মানুষ নিয়ে মুহাম্মদের (দঃ) আগমন সংবাদ পেয়ে কোরায়েশগণ আগে থেকেই সর্বাত্বক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। মুহাম্মদের (দঃ) বার্তা-বাহক হয়ে উসমান (রাঃ) কোরায়েশ নেতাদের সাথে সাক্ষাত করে বল্লেন যে, তারা যুদ্ধ করতে আসেন নি, এসেছেন কা'বা ঘর দর্শন করতে । কোরায়েশদের মন থেকে বদরের রক্তের দাগ তখন ও শুকায়নি। উসমানকে (রাঃ) বন্দী করা হলো। খবর পেয়ে মুসলমানগণ ক্ষেপে উঠলেন। নবীজীর হাতে হাত ধরে মৃত্যু-শপথ নিলেন, মক্কা জয় না করে তারা ফিরে যাবেন না। ইসলামের ইতিহাসে এই শপথ 'বাইয়্যাতে রেজওয়ান' নামে অভিহিত। হজ্জ (দেব-দেবী দর্শন) উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কতিপয় উপজাতীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে আপাতত দুই পক্ষ মারাত্বক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেল। তারা উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপন করতে সক্ষম হলেন, যা ঐতিহাসিক 'হোদাইবিয়া সন্ধি' নামে পরিচিত। আরব বিশ্বে মুহাম্মদের (দঃ) নেতৃত্বে একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী অপ্রতিরুদ্ধ এক বিরাট মুসলিম বাহিনী গড়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত তারা বিনা যুদ্ধে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মক্কা নগরী দখল করে নেন। বদর থেকে তবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে কমপক্ষে নয়টি যুদ্ধে মুহাম্মদ (দঃ) সেনাপতির দায়ীত্বে ছিলেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে আরাফাতের ময়দানে তিনি তাঁর শেষ ঐতিহাসিক ভাষন দেন। এই ভাষনের দুই মাস পরেই ৬৩ বছর বয়সে মুহাম্মদ (দঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন।

অসৎভাবে উপার্জিত সম্পদ, অগণিত নিরপরাধ মানুষ হত্যা, ব্যাভিচারীতা ও অন্যায় নারী-ভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ, মুহাম্মদের (দঃ) উত্তরসূরী রাষ্ট্রনায়কগণকে মানবকল্যণমুলক রাষ্ট্র পরিচালনার কোন দিক নির্দেশনা দিয়ে যেতে পারেনি। মুহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পরপরই অগণতান্ত্রীক ভাবে ক্ষমতা দখল করে বসেন হজরত আবু-বকর (রাঃ)। ক্ষমতার মোহে আন্সারীদের অবদান তারা ভুলে গেলেন। মক্কা থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানদেরকে আশ্রয়দানকারী, মদীনার মুসলমানদের শত দাবী শত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা হলো। মদীনার মুসলমান নেতা সা'দ (রাঃ) পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, খলিফা নির্বাচিত হবে মদীনার আন্সারীদের ভেতর থেকে। শেষ পর্যন্ত তারা মক্কার একজন এবং মদীনার একজন করে দুই খলিফা মেনে নিতে রাজী হলেন। তাদের এ দাবী ও প্রত্যাখ্যান করা হলো। মদীনার ঘরে বাইরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। হজরত আলী ও ফাতিমা (রাঃ) আবুবকরকে (রাঃ) প্রথম থেকেই খলিফা হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। মুহাম্মদের (দঃ) কনিষ্ঠ মেয়ে হজরত ফাতিমা (রাঃ) ও তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মদের (দঃ) মালিকানায়, মদীনা ও খায়বারে রক্ষিত কিছু সম্পত্তি দাবী করায় এ নিয়ে আবুবকরের সাথে তাদের মনোমালিন্য হয়। শেষ পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস পর বিভিন্ন সামাজিক দিক চিন্তা করে আলী (রাঃ) আবুবকরের (রাঃ) খেলাফত মেনে নেয়ায় বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। মুহাম্মদের (দঃ) সময়ে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত মানুষগণ বিদ্রোহ ঘোষনা করলো।

অমুসলিমগণ তাঁদের ওপর অন্যায়ভাবে আরোপিত জিজিয়া-কর দিতে অস্বীকার করলো। দশ বৎসরের সংঘাতময় অশান্তির জীবন থেকে মানুষ মুক্তি চাইলো। অনেক মুসলমান তাদের পূর্ববর্তি ধর্মে ফিরে গেল। বাহরাইনের শক্তিশালী বনু-বকর গোত্রের লোকজন (যারা প্রান রক্ষার্থে মুহাম্মদের (দঃ) সময়ে ইসলাম গ্রহন করেছিল) প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করলো। কিছু ওম্মান বংশীয় লোকেরা ও ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিল। আবু-বকর (রাঃ) জনগণের ওপর স্বৈরাচারী ষ্টীম-রোলার চালিয়ে দিলেন। সেনাপতির দায়ীত্বে নিয়োগ করলেন দুর্ধষ সাহাবী খালিদ বিন অলিদকে (রাঃ)। 'মুতা' যুদ্ধে যায়েদ নামক, মুহাম্মদের (দঃ) এক ক্রীতদাস নিহত হয়েছিলেন। এর প্রতিশোধ নিতে মুহাম্মদ (দঃ) সিরিয়া আক্রমনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনির মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে। মুহাম্মদের (দঃ) সেই অসম্পূর্ণ কাজটি পূর্ণ করতে, আবু-বকর (রাঃ) প্রথমেই আক্রমন করলেন সিরিয়ার ওপর। ইরানের খসরু পারভেজ যিনি এক সময় মুহাম্মদকে (দঃ) বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আবু-বকর (রাঃ) তাঁকে ও শায়েস্তা করার আয়োজন করলেন। অনেক মুসলমান নেতাগণ এই আক্রমনের বিরোধীতা করেছিলেন। আবু-বকরের (রাঃ) নির্দেশে খালিদ বিন অলিদ (রাঃ) বেপরোয়া হয়ে একের পর এর এক গোত্রের ওপর নৃশংস আক্রমন চালাতে থাকেন। এক সাথে আবু-বকরের (রাঃ) জঙ্গী কমান্ডারগণ ছড়িয়ে পড়েন চতুর্দিকে। বাহরাইনে আ'লা বিন হাদরামি, ইরানের দক্ষিন সীমান্ত থেকে ব্যাইজেনটাইন পর্যন্ত খালিদ বিন অলিদ (রাঃ), ইরাকের উত্তর সীমান্তে আয়াজ বিন গানম। মাত্র দুই বৎসরের স্বৈর-শাসনে আবু-বকর (রাঃ) গোটা আরব বিশ্বকে এক রণক্ষেত্রে পরিণত করেন। মৃত্যুর পূর্বে নিজের পছন্দমত নিযুক্ত করে যান আরেকজন স্বৈরাচারী শাসক। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। মসনদে বসেই ইরাক ও ইরান নামক দুটি দেশকে তছনছ করে দিলেন। খালিদ বিন অলিদের (রাঃ) চেয়ে ও ভয়ঙ্কর, উবায়েদ, তালহা, যোবায়ের, আব্দুর রহমান, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, ও মো'তানার মত সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দেন সামরীক ভার। ইরাক ও ইরানের কত শত জীব, মানুষ, পশু যে ওমরের (রাঃ) তলোয়ারের নীচে প্রাণ দিয়েছিল তার সঠিক হিসেব হয়তো কেউ কোনদিন জানতে পারবেনা। প্রাকৃতিক নিয়মে অত্যাচারের ও বুঝি সীমারেখা থাকে। জনগন ওমরকে (রাঃ) হত্যা করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল। ওমর (রাঃ) আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, তাঁর নিজের ও আবু-বকরের (রাঃ) স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খলিফা নির্বাচনের দায়ীত্ব দিয়ে গেলেন আব্দুর রহমান বিন আউফ ও তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র হাতে। তারা দুইজন অন্ধকার ঘরে গোপন বৈঠক করে নিয়ে এলেন সত্তর বৎসর বয়স্ক উসমানের (রাঃ) নাম। হজরত আলী (রাঃ) চিৎকার করে বলে উঠলেন- 'আমি মানিনা, এটা প্রহসন, ধর্মের নামে মিথ্যাচার, অন্যায়, এটা প্রতারণা।'

চলবে-